



65572 - তারাবীর নামায কি একাকী পড়বে; নাকি জামাতরে সাথে? রমযান মাসে কুরআন খতম করা কি বদীত?

প্রশ্ন

আমি শুনছি যে, তারাবীর নামায একাকী পড়াই মুস্তাহাব; যত্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী পড়েন; কেবল ৩ বার ছাড়া। এ কথা কি সঠিক? আমি আরও শুনছি যে, রমযান মাসে তারাবীর নামাযে গোটো কুরআন খতম করা বদীত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেননি। এ কথাও কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রমযান মাসে তারাবীর নামায জামাতরে সাথে আদায় করা শরয়িতসম্মত। একাকী পড়াও শরয়িতসম্মত। তবে একাকী পড়ার চয়ে জামাতরে সাথে পড়া উত্তম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে কয়কে রাত জামাতরে সাথে পড়েন।

সহি বুখারী ও সহি মুসলমি বর্ণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে কয়কে রাত নামায পড়েন। তৃতীয় রাত কথিবা চতুর্থ রাত তনি আর বরে হননি। ভোরবেলয়ে তনি বলেন: "অন্য কোন কারণ আমাকে বরে হতে বাধা দেন; তবে আমি তোমাদের উপর ফরয করে দেয়ার আশংকা করছি।"[সহি বুখারী (১১২৯)] সহি মুসলমিরে (৭৬১) ভাষ্যে এসছে "কিন্তু আমি আশংকা করছি তোমাদের উপর কয়ামুল লাইল ফরয করে দেয়ার। এমনটি হলে পরে তোমরা তা আদায় করতে পারবে না।"

তাই তারাবীর নামায জামাতরে সাথে আদায় করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও উল্লেখ করছেন যে, জামাতরে সাথে নামায পড়া অব্যাহত না রাখার কারণ হল: ফরয করে দেয়ার আশংকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এ আশংকা দূর হয়ে গেছে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে ওহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। তাই ফরয হওয়ার আশংকা নাই। যহেতে ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কারণটি দূর হয়ে গেছে; কারণটি হল ফরয হওয়ার ভয়; যহেতে জামাতরে সাথে তারাবী আদায় করার সুন্নতটি বলবৎ হবে।"[শাইখ উছাইমীন রচিত 'আল-শারহুল মুমত' (৪/৭৮)]



ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলেন:

"এ হাদিসে রয়েছে যে: রমযান মাসে কয়ামুল লাইল পালন করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ, মুস্তাহাব ও কাম্য। উমর (রাঃ) নতুন কোন সুন্নত জারী করেননি; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ভালবসেছেন ও পছন্দ করছেন সেটাকে পূর্নজীবিত করছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নরিবচ্ছিন্নভাবে সেটা পালন করে যাননি তাঁর উম্মতের উপর ফরয করে দেয়ার আশংকা থেকে। তিনি ছিলেন মুমনিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। উমর (রাঃ) যহেতু এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনেছেন এবং তিনি জানেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর ফরয ইবাদত বাড়া বা কমার সুযোগ নাই: তাই তিনি এ সুন্নতটি বাস্তবায়ন করা শুরু করলেন, এটিকে পূর্নজীবিত করলেন এবং মানুষকেও নরিদশে দলিলে। এটা ছিল হিজরি ১৪ সালে। এটা এমন একটা আমল যা আল্লাহ তার জন্ম মজুত করে রেখেছিলেন এবং এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করছেন।"[আত-তামহীদ (৮/১০৮, ১০৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবয়ে করোম এ নামাযটি দলবদ্ধভাবে ও বচ্ছিন্নভাবে আদায় করছেন। এক পর্যায়ে উমর (রাঃ) তাদেরকে এক ইমামের পছন্দে একত্রিত করেন।

আব্দুর রহমান বনি আব্দ আল-ক্বারী বলেন: "একবার রমযানের একরাত্রিতে আমি উমর (রাঃ) এর সঙ্গে মসজিদে উদ্দেশ্যে বেরে হলাম। এসে দেখলাম লোকেরা বক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছে। কউে একাকী নামায পড়ছে। আবার কউে একজন নামায পড়ছেন; আর তার পছিন্দে একদল লোক নামায পড়ছে। তখন উমর (রাঃ) বললেন: আমি মনে করি আমি যদি এদের সবাইকে একজন ক্বারীর পছন্দে একত্রিত করি সেটা উত্তম। এরপর তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সবাইকে উবাই বনি কা'ব (রাঃ) এর পছন্দে একত্রিত করলেন। এরপর অন্য এক রাত্রে আমি তাঁর সাথে বেরে হলাম। গিয়ে দেখলাম লোকেরা তাদের ক্বারীর পছন্দে নামায পড়ছে। তখন উমর (রাঃ) বললেন: এটা কতই না ভাল বদীত! তারা যে সময়টায় ঘুমিয়ে থাকে সে সময়টা এখন যে সময়ে নামায পড়ছে সে সময়ের চেয়ে উত্তম (তিনি শেষে রাত্রে কথা বুঝাতে চেয়েছেন)। লোকেরা প্রথম রাত্রিতে নামায পড়ত।"[সহিহ বুখারী (১৯০৬)]

উমর (রাঃ) এর এ উক্তি "এটা কতই না ভাল বদীত" দিয়ে যারা বদীত জায়গে হওয়ার পক্ষে দলিল দেন তাদের প্রত্যুত্তরে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: "রমযান মাসে তারাবীর নামায পড়ার সুন্নত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিহে তাঁর উম্মতের জন্ম জারী করছেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে কয়কে রাত তারাবীর নামায আদায় করছেন। তাঁর যামানায় লোকেরা দলবদ্ধভাবে ও বচ্ছিন্নভাবে তারাবীর নামায আদায় করত। কিন্তু তারা এক জামাতে তারাবী আদায় করাটা নরিবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাননি; যাত করে তাদের উপর ফরয করে দেয়া না হয়। অতপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেলেন শরিয়ত (ইসলামী বধি-বিধান) স্থতিশীল হয়ে গলে। তখন উমর (রাঃ) তাদেরকে এক ইমামের পছন্দে একত্রিত করলেন। তিনি ছিলেন উবাই বনি কাব (রাঃ)। উমর (রাঃ) এর নরিদশে উবাই (রাঃ) মানুষকে তারাবী পড়ার জন্ম একত্রিত করলেন। উমর (রাঃ) হচ্ছেন খোলাফায় রাশদৌনের একজন। যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে: "তোমাদের উপর



আবশ্যক আমার সুন্নত (আদর্শ) অনুসরণ করা এবং আমার পরবর্তীতে সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায় রাশদীন এর সুন্নত (আদর্শ) অনুসরণ করা। তোমরা মাড়রি দাঁত দিয়ে সুন্নতকে আঁকড়ে ধর।" যহেতে মাড়রি দাঁত অধিক শক্তিশালী। উমর (রাঃ) যা করছেন সেটো সুন্নত; বদিত নয়। কিন্তু তিনি যে বলছেন: "এটিকতইনা ভাল বদিত" যহেতে আভিধানকি অর্থে এটি বদিত। যহেতে তারা এমন কিছু করছেন যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে যামানায় করেনি। অর্থাৎ এ ধরণের ইবাদতেরে জন্ম জমায়তে হওয়া। এটি ইসলামী শরিয়তেরে একটি সুন্নত।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/২৩৪, ২৩৫)]

আরও জানতে দেখুন: [45781](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

রমযান মাসে নামাযে কথিবা নামাযেরে বাইরে কুরআন খতম করা প্রশংসনীয়। প্রতিরমযানে জব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাথে গোটো কুরআন অধ্যয়ন করতনে। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর দুইবার অধ্যয়ন করনে।

ইতপূর্ববে 66504 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি আলোচতি হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।